প্রথম আলো খেলা

‘ফুটবল আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে’

আপডেট: ০২:০৫, জুন ১১, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

একদিন খুব বড় খেলোয়াড় হবেন, ছেলেবেলা থেকেই যেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এটি জানতেন। রোনালদোর ধারণা, ‘পর্তুগাল একবার বড় কিছু জিতবে।’ আরেকটি ইউরোর আগে উয়েফার ওয়েবসাইটে নিজের শৈশব, ভবিষ্যৎ, পর্তুগাল ও ইউরো নিয়ে কথা বললেন এবারের ইউরোরসবচেয়ে বড় তারকা...

ছেলেবেলা সম্পর্কে...

আমার চাচাতো-মামাতো ভাইয়েরা ফুটবল খেলত। তা দেখেই সব সময় খেলতে চাইতাম। বাড়ির আশপাশে ও স্কুলে খেলতাম। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত মাদেইরাতেই ছিলাম, এরপর (পর্তুগালের) মূল ভূখণ্ডে যাই। আমার ছেলেবেলা ভালোই

কেটেছে—সাধারণ এক বাচ্চা ছেলে যে কিনা ফুটবল-বিশ্বে বড় কিছু হওয়ার চেষ্টা করতে লিসবনে গেল।
আমার বাবা-মা খুব অল্প বয়সেই আমাকে মাদেইরা ছাড়ার সুযোগ দিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তাঁদের জন্য সহজ ছিল না। তাঁদের জীবনে তো বটেই আমার জীবনেও সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত এটা।
ফলটা অবশ্য হাতেনাতেই পাই। দ্রুতই সুযোগ পেয়ে যাই একটু বেশি বয়সীদের বয়সভিত্তিক দলে। ১৫ বছর বয়সেই অনুশীলন শুরু করলাম স্পোর্টিংয়ের 'বি' দলে, ১৬ বছর বয়সে প্রথম দলের সঙ্গে। সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটল। ওই সময়েই আমি পেশাদার ফুটবলার হওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেলেছি।

নিয়তি নিয়ে ভাবনা...

ছেলেবেলায় যখনই ফুটবল ম্যাচ দেখতাম, মনে হতো একদিন আমিও ওখানে থাকব। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে এটা আমাকে অনুপ্রাণিতই করেছে। অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এটা বলতে, 'একদিন আমি খেলোয়াড় হব। কোনোই সন্দেহ নেই আমি খেলোয়াড় হব।' লুইস ফিগো, রুই কস্তা ও ফার্নান্দো কুটোরা ছিল আমার ছেলেবেলার নায়ক। আমি ওঁদের অনুসরণ করতাম, তবে আমি জানতাম আমার পথ কোথায়, 'জানতাম, আমি ওঁদের সঙ্গে খেলব'। আমি প্রচুর ঘরোয়া ফুটবলের ম্যাচ দেখতাম, বিশেষ করে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, ভ্যালেন্সিয়া ও এসি মিলানের। আমি জানতাম আমি পেশাদার ফুটবলার হতে যাচ্ছি।

পর্তুগালে অভিষেক...

ওই সপ্তাহটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সময়। কারণটাও অনুমিত, ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে অভিষেক হলো। এরপর জাতীয় দলেও। ইউনাইটেডের হয়ে প্রথম ম্যাচটা খেললাম বোল্টনের বিপক্ষে (১৬ আগস্ট ২০০৩)। একই সপ্তাহে ঢুকলাম জাতীয় দলেও (কাজাখস্তান, ২০ আগস্ট ২০০৩)। সবকিছুই খুব দ্রুত ঘটল। পর্তুগালের
হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলাটা আমার জীবনের বিশেষ একটা মুহূর্ত।

২০০৪ ইউরোর ফাইনালে গ্রিসের কাছে হার...

সময়টা খুব কঠিন ছিল। কারণ আমরা পর্তুগালের মাটিতে গ্রিসের কাছে হেরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হারিয়েছি। তবে ফুটবলে এমনটা হতেই পারে। ফুটবল আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, যার একটা হলো এখানে কোনো কিছুই নিশ্চিত নয়। আজ যা সত্যি কাল তা মিথ্যাও হয়ে যেতে পারে। একটা দল আজ খুব ভালো খেলতে পারে, সেই দলই আবার পরের দিনই চরম বাজে খেলতে পারে। এ রকমটা হলে ধরে নিতে হবে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভাবতে হবে ভবিষ্যৎ নিয়ে। জাতীয় দলের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। পর্তুগাল ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ কিংবা বিশ্বকাপও জিততে পারে।

ইউরো ও রোনালদো...

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্বকাপ সব সময়ই বিশেষ কিছু। যেকোনো খেলোয়াড়ের কাছে চূড়ান্ত পর্বটা অবিস্মরণীয় কিছু মুহূর্তের সমষ্টি। আমার জীবনবৃত্তান্তে আরেকটি ইউরো যোগ হচ্ছে। এই ভেবে আমার খুব ভালো লাগছে আমি বেশ কয়টা ইউরোর অংশ ছিলাম। আরেকটা ইউরোতে খেলা অবশ্যই বিশেষ কিছু। পর্তুগালের সময়টাও ভালো যাচ্ছে, বাছাইপর্বেও খুব ভালো করেছি আমরা।

ফুটবল-দর্শন...

আমি গর্ব করেই বলতে পারি ১৮ বছর বয়স থেকে জাতীয় দলে খেলছি। শুধু পর্তুগালই নয়, এটা উদাহরণ হতে পারে পুরো বিশ্বেই। আমার কাছে ফুটবলই সবকিছুর ওপরে। আর মাঠের বাইরে ভালো ভাবমূর্তি গড়াটাকেই প্রাধান্য দিই। সেটা শিশুদের কারণে, কারণ আমরা ওদের আদর্শ আর ওরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখে।